পরিবেশ কর্মশালা

২৬শে মে, ২০১৯

রাজ্য কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

সাথী,

আগামী ৫ই জুন, বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে আমরা রাজ্য জুড়ে পরিবেশ বিষয়ে জেলায় জেলায় আমরা যা কাজ করি, সেগুলিকে আয়ত্ত নির্দিষ্ট করে, জেলাগুলির সাংগঠনিক বাস্তবতার ওপর দাঁড়িয়ে জেলাওয়াড়ি এক সুনির্দিষ্ট এ্যাকশন প্রোগ্রাম বা কর্মসূচী এবং সঠিক বোঝাপড়া তৈরী করতে আমরা পরিবেশ কর্মশালায় মিলিত হয়েছি।

অতএব, এক কথায় এই কর্মশালার উদ্দেশ্য হলো, জেলাগুলির বাস্তব সাংগঠনিক অবস্হার ওপর দাঁড়িয়ে পরিবেশের ইস্যুগুলোকে নিয়ে জেলাওয়াড়ি সুনির্দিষ্ট কেজো পরিকল্পনা তৈরী করা এবং আগামী দিনে তাদের বাস্তব রুপ দেওয়া। সেইসাথে বাস্তবের মাটিতে কাজ করতে গিয়ে নানা বিষয়ে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা – প্রতিটি বিষয় ধরে প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরী করা প্রয়োজন। জেলায় জেলায় আমরা পরিবেশের প্রচুর কাজ করেছি কিন্তু বাস্তবের মাটি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বিষয়ভিত্তিক প্রতিবেদন আমরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তৈরী করি না। ফলতঃ এতদিনের কাজের অভিজ্ঞতায় জেলায় জেলায় যে প্রাথমিক তথ্যভান্ডার গড়ে উঠতে পারত – তা হলো না। আজ আমাদের শ্রম অধ্যাবসায়ের কোনো তুলনা নেই। এই উদ্দেশ্যকে, সফলভাবে কার্যকরী করার বোঝাপড়া তৈরী করতেই এই পরিবেশ কর্মশালা।

পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সমগ্র বিশ্বজুড়েই আজ কেন্দ্রে থাকছে বিশ্ব উষ্ণায়ণ। বিশ্ব উষ্ণায়ণ প্রাকৃতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রগুলিকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করছে। ভয়াবহভাবে পরিবর্তিত হয়েছে জলবায়ু। একদিকে আমরা দেখছি আন্টার্কটিকায় বরফ গলছে, বিশ্বজুড়ে সাইক্লোনের সংখ্যা এবং মাত্রা বাড়ছে ভয়াবহভাবে, শীতের দেশের তাপমাত্রা রেকর্ড অতিক্রম করছে, শীত এং গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে দাবানলের ঘটনা বাড়ছে, ক্ষ্যাপাটে ধরনের বৃষ্টিপাত, তপ্ত প্রবাহ ফলতঃ ফসলের উৎপাদন কমছে, প্রজাতি বিলুপ্তি ঘটছে, রোগভোগের মাত্রা বাড়ছে।

এই পরিরেক্ষিতে গত বছর অক্টোবরে আই.পি.সি.সি. এক স্পেশাল রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। যার মোদ্দা কথা হলো বিশ্ব উষ্ণায়ণকে ১.৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যে বেঁধে রাখতে গেলে যেমন দেশগুলিকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত ব্যস্হা গ্রহণ করতে হবে তেমনই আমাদের সামাজিক জীবনেও সুনির্দিষ্ট নানা পরিবর্তন সাধন করতে হবে। এই নিরিখে আমাদের বেশ কিছু করণীয় কাজ আছে – প্রচারমূলক এবং কিছুটা হাতে কলমে উপস্হাপন করা।

এ বিষয়ে আমরা একসময় 'সোলার ওয়াটার হিটার', 'সোলার কুকার' তৈরী করে প্রদর্শন করতাম, সোলার প্যানেল থেকে বিদ্যুৎ যা প্রচারমূলক কর্মসূচী হিসেবে রূপায়ণ করতাম- সেকাজ আবার নবপর্যায়ে শুরু করা দরকার। আজ সামাজিক ক্ষেত্রে সি.এফ.এল. এবং এল.ই.ডি. আলোর ব্যবহার বেড়েছে, বাড়ীর জানালায় প্রতিফলকের ব্যবহারও বেড়েছে- এ বিষয়েও আমাদের প্রচার প্রয়োজন। বাড়ী বাড়ীতে বৃষ্টির জল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ওপর প্রচারও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের সাথে যুক্ত। উষ্ণায়ণ নিয়ন্ত্রণে আরও নানা কর্মসূচী আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

<u>বায়ু দূষণঃ</u>

এ বারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল ভাবনা হলো 'বায়ু দূষণ' । এ বিষয়ে জেলায় জেলায় আমরা জন্মলগ্ন থেকেই কর্মসূচী গ্রহণ করে চলেছি। সেই প্রচারমূলক কর্মসূচীর সাথে আরা রাজ্যজুড়ে AIR QUALITY INDEX বা AQI সূচককে ব্যবহার করতে পারি। আগে এ সুযোগ ছিল না কিন্তু এখন বায়ুতে উপস্হিত ভাসমান কণিকা এবং গ্যাসগুলির উপস্হিতিকে বিশ্লেষণ করে প্রতিঘন্টায় AQI সূচক প্রকাশ করা হয়, আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমেও সেই সূচক আজ জানতে পারি, তবে যদি জেলার যে জায়গাগুলিতে এই মাপন স্তম্ভ আছে যেখানে সরাসরি যোগাযোগ করে নিলেই ভালো হবে আমরা শহর ভিত্তিক এই মানগুলির চর্চা করে মানুষের বোধগম্যতার উপযোগী করে তাদের কাছে নিয়ে যেতে পারি। এই মান অনুযায়ী কলকাতার অবস্হা উদ্বেগজনক। বিশেষতঃ কালীপূজা এবং শীতের সময় এই মান

উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে যায়- সারা বছরে AQI সূচকের মান নিয়ে আমাদের চর্চা করা প্রয়োজন।

শব্দ দূষণঃ শব্দ দূষণ নিয়ে উৎসবের দিনগুলিতে জেলায় জেলায় আমরা কর্মসূচী রূপায়ণ করে থাকি- সারাবছর এ নিয়ে আমাদের ধারাবাহিক প্রয়াসের প্রয়োজন।

জলাভূমিঃ সারা রাজ্যজুড়েই খুবই উদ্বেগজনকভাবে জলাভূমি ভরাট হচ্ছে। এই ভরাট রোধে চার ধরণের কাজ আমাদের। ১) প্রচারমূলক, ২) সরাসরি হস্তক্ষেপ, ৩) আইনী পদক্ষেপ, ৪) নিজেরা মানুষকে যুক্ত করে উদ্যোগ নিয়ে হাজা-মজা জলাভূমিকে উদ্ধার করা।

বৃক্ষচ্ছেদনঃ নির্বিচারে গাছ কাটা চলছে রাজ্যজুড়ে। একে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে চার ধরণের কাজ আমাদের ১) প্রচারমূলক, ২) সরাসরি হস্তক্ষেপ, ৩) আইনী পদক্ষেপ, ৪) বৃক্ষরোপণ।

নদী নিয়ে কাজঃ আমরা ইতিমধ্যেই গঙ্গার অবাধ প্রবাহ এবং দূষণহীন গঙ্গার দাবীতে পানিহাটিতে একদিনের প্রতীকী অনশন দিয়ে গঙ্গা নদীকে নিয়ে আমাদের নব পর্যায়ের কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। যে জেলাগুলি দিয়ে গঙ্গা নদী প্রবাহিত সেই সেই জেলাগুলি এ কাজকে রুটিনের মধ্যে নিয়ে যাবেন এবং ধারাবাহিকভাবে কর্মসূচী রূপায়ণ করবেন।

শুধু গঙ্গাই নয়-যেসব জেলায় গঙ্গা নেই বা গঙ্গা ছাড়াও অন্য এক বা একাধিক নদী আছে সেসব নদীর অবাধ প্রবাহ এবং দূষণ নিয়েও আমাদের সুনির্দিষ্ট কাজের রুপরেখা এবং তার বাস্তবায়ন করতে হবে। অবশ্যই এ কাজ জেলাগুলির সাংগঠনিক বাস্তবতার ওপর দাঁড়িয়েই করতে হবে। বড়ো করে যারা পারবেন তারা বড়ো করে করবেন, ছোটো করে যারা পারবেন তারা ছোটো করে করবেন, কিন্তু এ কাজে নামতেই হবে।

নদীকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ, নদীখাতের পর্যবেক্ষণ, ভাঙন, গতি পরিবর্তনের আভাস, নদীখাত দখল হওয়া, নদীর দূষণ, পারলে নদীর দূষণমাত্রা নির্দ্ধারণ, নদীকে কেন্দ্র করে জীব বৈচিত্র্য, জলসেচ ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ – নদীর বাস্তব সমস্যার সাথে মানুষকে যুক্ত করে সার্বিকভাবে নদী বাঁচাও আন্দোলন গড়ে তোলা।

<u>অরণ্যের অধিকার রক্ষা ও REDD+ ব্যবস্হাপনাঃ</u>

দেশের ৪০ কোটি অরণ্য নির্ভর বনবাসী বা অরণ্যের আশেপাশের জনগোষ্ঠির প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অরণ্য বাস্তুতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল মানুষের অধিকার-অরণ্য অধিকার আইন (Forest Right Act, 2006) কে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আমাদের রাষ্ট্র কাঠামো। প্রায় ১১লক্ষ মানুষের উচ্ছেদ হওয়ার আশঙ্কা সামনে এসেছে ঠিকই কিন্তু আরও কয়েক লক্ষ মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ এই আইনের সমস্ত সুবিধা থেকে অনেক দূরে অবস্হান করছেন। আমাদের দেশের নতুন (Compersatory Afforestation of Planning Authority) আইন (২০১৬) বনাঞ্চলে বৃক্ষ রোপনের ক্ষেত্রে বনবাসীদের মতামত বা অনুমতি নেওয়ার কোনো আবশ্যকতাই মনে করেছেন। ফলে অরণ্যবাসীদের অরণ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এক সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা চলছে। বনবাসীদের চাহিদার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বৃক্ষরোপন এখন ভাবনার বাইরে।

REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plan) ব্যবস্হাপনার মধ্যে দিয়ে বৃক্ষরোপনের অধিকার এবং প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে কার্বন সংরক্ষণ (Carbon Sequestration) এর নামে বেসরকারী সংস্হা সমূহের হাতে অরণ্য সংরক্ষণের ভার তুলে দেওয়ার যে পরিকল্পনা চলছে তাতে অরণ্য বাসীদের কার্যকরীভাবে যুক্ত করার কোনো ইতিবাচক উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সমস্যাঃ

IPBES (Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) গত মে মাসের ৪ তারিখে প্যারিসে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। আমাদের খাদ্যসুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বের এই আলোচনা অন্যতম আলোচনার বিষয় ছিল। IPBES আশঙ্কা করে যে পৃথিবীর প্রায় ১০ লক্ষ উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি এখন বিলুপ্তির মুখে। আগামী ১০ বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা এভাবে বাড়তে থাকলে এর অর্ধাধিক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। IPBES কে জীববৈচিত্র্যের জন্য IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) বলা হয়। IPBES বলছে যে কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের জীববৈচিত্র্য নষ্ট করা থেকে বিচ্ছিন্ন করে পারলে অনেকটা অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব।

আমাদের করণীয়ঃ

- অরণ্য অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বনবাসীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তাদের সহায়তাকারী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এখনই উত্তরবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলে বিভিন্ন বনবস্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা জরুরী। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় ও সমানভাবে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার (বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়) যেখনে সম্ভব অরণ্য অধিকার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা দরকার।
- সংগঠনের মধ্যে REDD+ ব্যবস্হাপনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং দেশের যে সমস্ত অঞ্চলে কার্বন সংরক্ষণ নামে এই ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে সেখানকার অরণ্য নির্ভর মানুষদের অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করা দরকার।
- তথ্য বলছে যে স্হলভাগের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ অত্যন্ত নির্মমভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে। গরুমারা বনাঞ্চলে, যশোর রোডে (প্রাকৃতিক পরিবেশ না হলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ স্হল, ভি.আই.পি. রোডের নয়নজুলি ইত্যাদি রক্ষার মত আন্দোলন কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার।

রাজ্যে এ ধরণের আরও অনেক ঘটনা ঘটলেও আমাদের হস্তক্ষেপ সর্বক্ষেত্রে অর্থবহ হতে পারছে না।

- অরণ্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার ক্ষেত্রে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করতে হবে। যৌথ আন্দোলন ব্যতিরেকে কায়েমী স্বার্থসিদ্ধির জন্য যারা জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস করছে তাদের বোঝানো সম্ভব হবে না।
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমীক্ষার মধ্য দিয়ে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত তথ্য জনসমক্ষে তুলে ধরার ব্যবস্হা করতে পারলে স্হানীয় মানুষদের কিছু সহায়তা আশা করা যেতে পারে। তরাই ডুয়ার্স অঞ্চলকে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ঘোষণার জন্য সমীক্ষা সংগঠিত করা এই ধরণের এক কর্মসূচী। কিছু প্রাথমিক তথ্য (Primary Data) এবং পূর্ব সংগৃহীত তথ্য (Secondary Data) দিয়ে এমন প্রতিবেদন তৈরী করা দরকার।